সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজিঃ নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৭তম বর্ষ ❑ ১১তম সংখ্যা ❑ ফাল্গুন-১৪৩১, ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০২৫ ❑ পৃষ্ঠা ৮

সিলেটে সম্ভাব্য কৃষি উদ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য ... ৩

ভোজ্যতেলের ঘাটতি মেটাতে তেল জাতীয় ফসলের ... ৪

মাশরুমের গুরুত্ব ও উৎপাদন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ ... ৫

দক্ষিণাঞ্চলের শস্যনিবিড়তা বাড়বে বিনাসরিষা-৯ ... ৬

কৃষকের শীতল ঘর ফসল সংরক্ষণে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে– মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেন মিনি কোল্ড স্টোরেজ উদ্যোগ কৃষকদের ফসল সংরক্ষণে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। কৃষকের পরিশ্রম ও আত্মত্যাগকে যথার্থ মূল্য দেয়ার মাধ্যমে আমাদের দেশের কৃষিক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটবে। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সকাল ১০ টায় সাভারের রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টারে অনুষ্ঠিত 'কৃষকের শীতল Farmers Mini Cold Storage' উদ্বোধনী কার্যক্রমে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা এসব উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও, যাদের বক্তব্যে উদ্যোগের সুফল ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল। কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান ব্যাখ্যা করেন, কৃষকের শীতল ঘর কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা ফসলের অপচয় কমাতে এবং কৃষকদের লাভজনক উৎপাদনের সুযোগ বৃদ্ধি করতে চাই। এটি কৃষকদের আর্থিক স্বনির্ভরতায় বিশেষ অবদান রাখবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ ছাইফুল আলম জানিয়েছেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সব সময় কৃষকদের সহায়তায় নিবেদিত। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকরা দীর্ঘ সময় ধরে তাদের সংরক্ষিত এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সাভারের রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টারে কৃষকের শীতল ঘর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.), মাননীয় উপদেষ্টা, কৃষি মন্ত্রণালয়

রাজশাহীর পুঠিয়া ও পবার মাঠ পরিদর্শনে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) রাজশাহীর পুঠিয়া আম বাগান পরিদর্শন ও মতবিনিময় করেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার ভাংড়া হসপিটাল মোড়, বেলপুকুর এ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী বারি গম ৩৩, কৃষি প্রণোদনার এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

দিনাজপুরে স্কোয়াশ ও রঙিন ফুলকপির মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন স্কোয়াশ ও রঙিন ফুলকপি জনপ্রিয় সবজি। বাজারে এসব সবজির চাহিদাও বেশি। এসব সবজি চাষ করার জন্য প্রণোদনার মাধ্যমে কৃষককে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আঠালো ফাঁদ, ফেরোমন ফাঁদ, জৈব বালাইনাশক, মালচিং ব্যবহার করে নতুন নতুন সবজি চাষ ও এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

রাজশাহীর পুঠিয়া ও পবার মাঠ পরিদর্শনে

প্রথম পাতার পর

আওতায় স্থাপিত তাহেরপুরী পেঁয়াজ এর মাঠ, আম বাগান পরিদর্শন ও মতবিনিময় করেন। মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বলেন, আগে সাত কোটি মানুষের খাদ্যের জোগান দিতে হিমসিম খেতে হতো এখন আঠারো কোটি মানুষের খাদ্যের জোগান দিতে আর সমস্যা হয় না। বিশ্বের অন্যতম দানাদার খাদ্যশস্য গমের অবস্থান বাংলাদেশে দ্বিতীয়। ভাতের চেয়ে রুটির পুষ্টিমান বেশি এবং স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। কিন্তু স্বাধীনতার পর ধানের মতো গম উৎপাদন বাড়লেও নানা কারণে বর্তমানে গম উৎপাদন এলাকা ক্রমান্বয়ে কমে গেছে। আগে তো গমের তেমন ফলন হতো না, এখন গমের ফলন অনেক। প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা সহিষ্ণু, মারাত্মক পোকামাকড় ও রোগ প্রতিরোধী জাত এবং নানা প্রযুক্তি উদ্ভাবনের নিরন্তর গবেষণা চলমান রয়েছে।

কৃষকের উৎপাদিত পণ্য বাইরে রফতানি করতে পারব উল্লেখ করে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বলেন মার্কেটে কৃষকের পণ্য নিয়ে কেউ যেন সিন্ডিকেট করতে না পারে সেদিকে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। কৃষকের উৎপাদিত শাকসবজি, পেঁয়াজ, আলু যাতে কৃষকপর্যায়ে রাখা সহজতর হয় সে লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে। এতে সফল হতে পারলে কৃষক ও লাভবান হবে এবং ভোক্তাপর্যায়ে দাম ও কম হবে।

বোরো মৌসুমে সেচ প্রসঙ্গে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বলেন আগে বোরো ধানের সেচের জন্য কারেন্ট সাপ্লাই রিজার্ভ রেখে অন্য জায়গায় কারেন্ট দেয়া হবে। তিনি উপস্থিত কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে শোনেন এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

মতবিনিময়কালে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান ড. এম. আসাদুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব মোঃ শফিকুল ইসলাম, বিএমডিএ, রাজশাহী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো: আজিজুর রহমান। এ ছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহীর উপরিচালক উম্মে সালমা। পরে তিনি রাজশাহীর পবা উপজেলার কাপাসিয়া, পশ্চিমপাড়া গমের মাঠ ও আম বাগান পরিদর্শন করেন এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ ছাড়াও পরিদর্শনকালে আরো উপস্থিত ছিলেন ভূগর্ভস্থ সেচ নালা বর্ধিতকরণ প্রকল্প পরিচালক, বিএমডিএ, রাজশাহী; পুঠিয়া সহকারী কমিশনার (ভূমি) দেবাশীষ বসাক, উপজেলা কৃষি অফিসার পুঠিয়া, পবা, চারঘাট, রাজশাহী, সহকারী প্রকৌশলী বিএমডিএ, পুঠিয়া, কৃষি তথ্য সার্ভিসসহ বিভিন্ন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর ও সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, প্রেস ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীরা।

রাজশাহীর পুঠিয়া ও পবার মাঠ পরিদর্শন ও মতবিনিময় করেন মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)

মোঃ আমিনুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী

ময়মনসিংহে খামার যান্ত্রিকীকরণ কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি ড. সালমা লাইজু, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ

জগন্নাথপুর ও মোহনগঞ্জপুর উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের আওতায় হর্টিকালচার সেন্টার, ময়মনসিংহ এর হলরুমে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১৫ দিনব্যাপী খামার যান্ত্রিকীকরণে কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শুভ উদ্বোধন করেন ড. সালমা লাইজু, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ শিক্ষিত কৃষক/উদ্যোক্তা/মেকানিকদের আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি চালানোর কৌশল, মেরামত ও সংরক্ষণের বিষয়ে সঠিক ধারণা নিয়ে দিকনির্দেশনা দেয়া। তিনি আরো বলেন প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা তাদের বাস্তব জীবনে কাজে লাগান তাহলেই এই প্রশিক্ষণ সফলতা আসবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোহাম্মদ ওমর ফারুক, উপপরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, ময়মনসিংহ, কৃষিবিদ মোহাম্মদ মাহফুযুল ইসলাম, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, নাজির আহমেদ, কৃষি প্রকৌশলী। উক্ত প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন, কৃষিবিদ কে.এম.বদরুল হক, জগন্নাথপুর ও মোহনগঞ্জপুর উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের, প্রকল্প পরিচালক, খামারবাড়ি, ঢাকা। *খোরশেদ আলম, কৃতসা, ময়মনসিংহ*

কৃষকের শীতল ঘর ফসল সংরক্ষণে এক বৈপ্লবিক

প্রথম পাতার পর

পণ্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন এবং ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের সুবিধা গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন।

উদ্যোগ বাস্তবায়নে কাজ করা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক তালহা জুবাইর মাসরূরও মন্তব্যে জানিয়েছেন, স্থানীয় ও আমেরিকান হাইটেক ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে নির্মিত, স্বল্প ব্যয়ে, পরিবেশবান্ধব ও পোর্টেবল এই সমাধানটি ফসল সংরক্ষণে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে। ইন্টারনেটভিত্তিক এবং রিয়েল-টাইম মনিটরিং সুবিধা থাকায় মোবাইলের মাধ্যমে ঘরে বসে এই মিনি কোল্ডস্টোরেজ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। মাত্র ৫ লাখ টাকা খরচে কৃষক নিজের বাড়িতেই এই মিনি কোল্ডস্টোরেজ তৈরি করতে পারবেন, যেখানে কনটেইনারে সোলার বেসড পোর্টেবল কোল্ডস্টোরেজের জন্য প্রায় ১৫ লাখ টাকা খরচ হবে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে সাধারণ কোল্ডস্টোরেজের তুলনায় ৬০-৭০% খরচ কমে যায়; এভাবে অপারেশন করা অনেক সহজ এবং কোনো জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় না।

উল্লেখ্য, কৃষকদের প্রচণ্ড পরিশ্রম, আত্মত্যাগ ও অবিচল প্রত্যয়ের বিনিময়ে 'কৃষকের শীতল ঘর' কার্যক্রম দেশের কৃষিক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা ও ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তা প্রদান করবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষকরা শুধু বর্তমান সংকট থেকে মুক্তি পাবে না, বরং ভবিষ্যতের জন্য তাঁদের উৎপাদনের সঠিক মূল্য নির্ধারণে সক্ষম হবেন।

কৃষিবিদ ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

বগুড়ায় রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বগুড়ায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আঞ্চলিক কর্মশালা ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়ার সম্মেলন কক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ বেলাল উদ্দিন, পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে তিনি বলেন, রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প কৃষকদের মাঝে নতুন নতুন যুগোপযোগী প্রযুক্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় উচ্চমূল্যের নিরাপদ ফসল উৎপাদন হচ্ছে। আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকরা হচ্ছেন স্বাবলম্বী। তিনি আরো বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি সকল পর্যায়ে বিস্তারে প্রশিক্ষিত জনবল গঠন করতে হবে। এতে আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। প্রযুক্তি হস্তান্তরে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন সকল দপ্তরসমূহের সমন্বয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ বেলাল উদ্দিন, পরিচালক প্রশিক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল, বগুড়া কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোছাঃ রাহেলা পারভীন, উপপরিচালক,

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

কৃতসা খুলনায় ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা অঞ্চল

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খুলনার কনফারেন্স রুমে দক্ষিনাঞ্চলে টেকসই কৃষিতে এআইসিসির ভূমিকা শীর্ষক ২ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সকাল ১০টায় কৃষি তথ্য সার্ভিস, খুলনার কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সিলেটে সম্ভাব্য কৃষি উদ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য অংশীজনের সাথে পরামর্শ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারুক, উপসচিব এজেন্সি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর (পার্টনার-ডিএএম অংগ), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা

সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট এর আয়োজনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ) এর আওতায় সিলেট জেলায় "সম্ভাব্য কৃষি উদ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য অংশীজনের সাথে পরামর্শ" কর্মশালা কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেটের সম্মেলন কক্ষে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. হেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা উপসচিব এজেন্সি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর (পার্টনার-ডিএএম অংগ) ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারুক।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশে সকল উদ্যোক্তাদের মধ্যে যাচাই-বাছাই করে ২০ হাজার জনকে কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে পুরস্কৃত করা হবে। এর মধ্যে নারী উদ্যোক্তা ১২ হাজার ও যুবক উদ্যোক্তা ৮ হাজার জন। কৃষি উদ্যোক্তাদের ১২ দিনব্যাপী চাহিদা ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ, ইনকিবউশন, যন্ত্রপাতি সহায়তা, প্রকল্প সহায়তা, বাজার সংযোগসহ নানান সহযোগিতা মাধ্যমে কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলা হবে।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের এক্সপোর্ট এবং প্রাইভেট সেক্টর এনগেজমেন্ট কনসালট্যান্ট, পার্টনার (ডিএএম অংগ) ড. মো. মাহবুব আলম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সুধীজনদের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত বক্তব্যে রাখেন সিলেটের সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (দা.প্রা) আবু সালেহ মো. হুমায়ুন কবির। কামরুজ্জামান রুপম, মাঠ পরিদর্শক এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিলেট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) কৃষিবিদ দীপক কুমার দাস; বিসিক সিলেট জেলার উপ-মহাব্যবস্থাপক ম. সুহেল হাওলাদার, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সিনিয়র মনিটরিং অফিসার ড. নাসরিন সুলতানা। উক্ত কর্মশালায় সিলেট জেলার বিভিন্ন উপজেলা পর্যায়ের কৃষি সংশ্লিষ্ট পঞ্চাশ জন উদ্যোক্তা অংশ নেন।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

কৃষি বিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন
১৬১২৩ নম্বরে
সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত (শুক্রবার, শনিবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)

বগুড়ায় রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের

তৃতীয় পাতার পর

উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, জয়পুরহাট; কৃষিবিদ আ: জা: মু: আহসান শহীদ সরকার, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, সিরাজগঞ্জ। কর্মশালায় প্রকল্পের কার্যক্রম, বার্ষিক তদারক ও পর্যালোচনা এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ড. এস এম হাসানুজ্জামান। প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম, অর্জন ও কর্মপরিকল্পনা নিয়ে অঞ্চলের জেলাসমূহ পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন। কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বগুড়া অঞ্চলের জেলা ও উপজেলার অফিসারবৃন্দ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, এআইএস, বিএডিসি, এসআরডিআই, বারি, ব্রি, বিনা, গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রকল্পের কর্মকর্তা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

ভোজ্যতেলের ঘাটতি মেটাতে তেলজাতীয়

শেষ পাতার পর

খাবার খাওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, মাশরুম অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার। এ খাবার জনপ্রিয় করতে মেলা আয়োজনের আহবান জানান। কৃষি উৎপাদনে আধুনিক কৃষি যন্ত্রের ব্যবহার বাড়াতে কৃষি যন্ত্রাংশ প্রয়োগ বাড়াতে তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে মাগুরা জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ অহিদুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন। প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার মোঃ মাসুম আবদুল্লাহ এর সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য ও প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে বক্তব্য দেন, প্রকল্প পরিচালক মোঃ রবিউল ইসলাম। দিনব্যাপী এ কর্মশালাশ জেলার সকল উপজেলা কৃষি অফিসার, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

মো: আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

কাঁচা কাঁঠালের অপার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা

বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল। পুষ্টিগুণে ভরপুর সেই কারণে এটি ফলের মধ্যে গুণের রাজা হিসেবে স্বীকৃত। কাঁঠালে আছে অধিক পরিমাণে আমিষ, শর্করা, বিভিন্ন ভিটামিন যা মানব দেহের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। পুষ্টিবিদদের মতে, কাঁঠালে আছে সাপোনিল ফ্লেবোনয়েড এবং ট্যানিন এই ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা আমাদের বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে রক্ষা করে। যেমন- হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ অন্যান্য গবেষণা প্রতিবেদনে লক্ষ করা যায়, দেশে প্রতি বছর প্রায় ১৫ থেকে ২০ লাখ মেট্রিক টন কাঁঠাল উৎপাদন হয়ে থাকে এবং উৎপাদিত কাঁঠালের শতকরা ২৫ থেকে ৪৫ ভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে নষ্ট হয়। এ অপচয়ের পরিমাণ টাকার অঙ্কে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার উপরে।

ড. মো. গোলাম ফেরদৌস চৌধুরী, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ, বারি, গাজিপুর

সিলেটে লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারী অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পণা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট আয়োজনে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর আওতায় সিলেট নগরীর অভিজাত হোটেল মেট্রো এর হলরুমে সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চলের আঞ্চলিক কর্মশালা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেট অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ বিমল চন্দ্র সোমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পাণা অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন লেবুজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশব্যাপী বিপ্লব ঘটাতে হবে। এগুলোর প্রসার ও উন্নয়নে সবাইকে আন্তরিক হতে হবে। সাইট্রাস বা লেবুজাতীয় ফলের মধ্যে দেশে মাল্টা, কমলা ও বাতাবি লেবুর চাষের প্রচুর সম্ভাবনাও রয়েছে। কমলা ও মাল্টাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে রপ্তানির যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এই লক্ষ্য নিয়ে কৃষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. ফারুক আহমদ। সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চলের লেবুজাতীয় ফসলের প্রদর্শনী স্থাপনের পূর্বে আবাদ পরিস্থিতি ও প্রদর্শনী স্থাপনের পরবর্তী সময়ে আবাদ পরিস্থিতি এবং উৎপাদন পরিস্থিতি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে তুলে ধরেন। পাশাপাশি কয়েকজন লেবুজাতীয় ফসলের প্রগতিশীল চাষি কৃষি উদ্যোক্তা তাদের অভিজ্ঞতা এবং সাফল্য কর্মশালায় তুলে ধরেন।

সিলেটের মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার সায়মা নাজনীন সঞ্চলনায় কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকাস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ এস এম সোহরাব উদ্দিন ও অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ ইউং) কৃষিবিদ ড মোহাম্মদ কাজী মজিবুর রহমান; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. আজিজুর রহমান। এ ছাড়াও মৌলভীবাজারের উপপরিচালক শামসুদ্দিন আহমদ; আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, মৌলভীবাজারের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মাহমুদুল ইসলাম নজরুল। দিনব্যাপী কর্মশালায় সিলেট ও কুমিল্লা দুই অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সিলেট অঞ্চলের ডিএই, এআইএস, ব্রি কর্মকর্তাবৃন্দ সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ ও প্রগতিশীল লেবুজাতীয় ফলচাষী কৃষি উদ্যোক্তাসহ অংশীজন অংশগ্রহণ করেন।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বসতবাড়ির অনাবাদি পতিত জমি চাষের আওতায় আনা প্রয়োজন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুমিল্লা অঞ্চলের বাস্তবায়নে, অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান প্রকল্প (২য় সংশোধিত) এর আওতায় ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ বিনা উপকেন্দ্র কুমিল্লার প্রশিক্ষণ হলে বিষয়ভিত্তিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে কৃষিবিদ মোঃ আজিজুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কুমিল্লা অঞ্চল কুমিল্লার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, ডিএই, ছিলেন, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, কুমিল্লার মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ হায়দার হোসেন, ডিএই, কুমিল্লার উপপরিচালক কৃষিবিদ আইউব মাহমুদ, ডিএই, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উপপরিচালক কৃষিবিদ সুসান্ত সাহা, কৃষিবিদ সাহনাজ রহমান, উপপরিচালক, সংস্থাপন ও উন্নয়ন, ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চল।

কর্মশালায় বক্তারা বলেন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বসতবাড়ির অনাবাদি পতিত জমি চাষের আওতায় আনা। বছরব্যাপী ৫৩৬০৩৮টি কৃষক পরিবারের পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মেটানোর জন্য সবজি ও মসলাজাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা। ৩৬২৭১০ জন কৃষক কৃষাণী এবং ৬১৮০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা। সবমিলিয়ে দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন বৃদ্ধি করা প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

সভায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি ড. মোঃ জামাল উদ্দীন, অতিরিক্ত পরিচালক, সরেজমিন উইং (মনিটরিং ও বাস্তবায়ন), ডিএই

সরেজমিন উইং (মনিটরিং ও বাস্তবায়ন) অতিরিক্ত পরিচালক, ড. মোঃ জামাল উদ্দীন। অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান প্রকল্পের (২য় সংশোধিত) বিষয়বস্তুর ওপর কীনোট পেপার উপস্থাপন করেন, বারটানের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জহির উল্লাহ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন, প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত

মো: মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

মাশরুমের গুরুত্ব ও উৎপাদন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, অতিরিক্ত সচিব পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, ডবলমুরিং, চট্টগ্রামের আওতায় মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে মাশরুমের গুরুত্ব ও উৎপাদন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ হলে ০৭ মার্চ ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন মাশরুম চাষে যারা উদ্যোক্তা তাদের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করতে হবে, মানুষের পুষ্টির চাহিদা পুরণে সোর্সের সৈনিক হিসাবে কাজ করতে হবে। কৃষিবিদ কামরুম মোয়াজ্জেমা, মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, ডবলমুরিং চট্টগ্রাম জেলার সঞ্চালনায়, কৃষিবিদ মো. আবদুচ ছোবহান, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কৃষিবিদ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল-সহ; মো. এনামুল হক, যুগ্ম সচিব, পরিকল্পনা-২ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রনালয়; মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রকল্প পরিকল্পনা) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামার বাড়ি, ঢাকা; মো. সাইফুর রহমান, উপসচিব, পরিকল্পনা-৬; কৃষিবিদ ড. আখতার জাহান কাঁকন, প্রকল্প পরিচালক, মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প। প্রায় পঞ্চাশজন প্রশিক্ষনার্থীসহ চট্টগ্রাম জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলার কর্মকর্তাগন ও কৃষি তথ্য সার্ভিস এর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র ও মাশরুমের স্পন বিতরণ করা হয়।

সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

কৃতসা খুলনায় ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

তৃতীয় পাতার পর

হয়। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনার উপপরিচালক জনাব কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, কৃষিতে খুলনাসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবনাক্ততা প্রধান সমস্যা। কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগ করে লবণাক্ততা মোকাবিলা করে আমাদের কৃষি উৎপাদনকে অব্যাহত রাখতে হবে। কৃষি তথ্য যোগাযোগ কেন্দ্রের সদস্যগণ প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে সাধারণ কৃষকগণকে সহায়তা করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রযুক্তিসমুহ মাঠে প্রয়োগ করে কৃষিকে এগিয়ে নিতে উপস্থিত এআইসিসি'র সদস্যদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি ঢাকার তথ্য অফিসার (পিপি) ড. আকলিমা খাতুন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। দুই দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে খুলনা, বাগেরহাট, নড়াইল, যশোর ও মেহেরপুরের বিভিন্ন উপজেলার ৩০জন এআইসিসির সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

নরসিংদীর মনোহরদীতে উঠান বৈঠক ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট (বিনার) গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এর অর্থায়নে বিনা আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র গাজীপুরের আয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মনোহরদী নরসিংদীর সহযোগিতায় নরসিংদীর মনোহরদীতে উঠান বৈঠক মতবিনিময় সভা ও উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিনা আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র গাজীপুরের পিএসও এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ এর সভাপতিত্বে এবং ছিলেন ড. মো. আজিজুল হক, সিএসও এবং বিভাগীয় প্রধান মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ (বিনা) ময়মনসিংহ। মনোহরদীর চালাকচর ইউনিয়নের হাফিজপুর গ্রামের কৃষক মোছা: বেহেসনারা এর জমিতে প্রায়োগিক মাঠ পরীক্ষণে ব্যবহৃত সরিষা (বিনাসরিষা-৭,বিনাসরিষা-৯, বিনাসরিষা-১২ এবং বারি সরিষা১৪) জাতসমূহের পারফরম্যান্স সম্পর্কিত তথ্যের অধিক প্রচার, প্রসার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উঠান বৈঠক ও মতবিনিময় সভায় আলোচনা করা

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরমাণু কৃষি বিজ্ঞানী ড. মো. আবুল কালাম আজাদ, মহাপরিচালক (বিনা), ময়মনসিংহ

পরীক্ষণ কর্মকর্তা, মো.আনোয়ারুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় এ উঠান বৈঠক মতবিনিময় সভা ও উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরমাণু কৃষি বিজ্ঞানী ড. মো.আবুল কালাম আজাদ মহাপরিচালক (বিনা) ময়মনসিংহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়। সভা শেষে বোরো ধানের জাত বিনাধান-১৪ ও বিনা ধান-২৫ এর প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ করা হয়। এসময় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মনোহরদী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মাজহারুল হক মজুমদার প্রমুখ। এ ছাড়াও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মুছলেহ উদ্দিন ও কৃষক কৃষাণীগণ।

অপর্ণা বড়ুয়া, কৃতসা, ঢাকা

প্রিয় পাঠক, এখন থেকে অনলাইনে কৃষিকথা'র গ্রাহক হতে পারবেন। অনলাইনে গ্রাহক হতে QR কোড স্ক্যান করুন।

দক্ষিণাঞ্চলের শস্যনিবিড়তা বাড়াবে বিনাসরিষা-৯ : মহাপরিচালক, বিনা

বিনাসরিষা-৯ এবং বিনাসরিষা-১১'র মাঠ দিবসে কৃষক অংশগ্রহণ করেন

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) মহাপরিচালক ড. মো. আবুল কালাম আজাদ বলেছেন, সরিষা হতে উৎপাদিত তেল নিরাপদ। অথচ আমরা বেশি খাচ্ছি সয়াবিন। যদিও এর পুরোটাই বিদেশ থেকে আনতে হচ্ছে। এ জন্য বছরে ব্যয় হচ্ছে ২০-২৫ হাজার কোটি টাকা। তাই সরকারের ভাবনা- কিভাবে ভোজ্যতেলের আমদানি কমানো যায়। আর তা বাস্তবায়নে দরকার সরিষার আবাদ বাড়ানো। এক্ষেত্রে দক্ষিণাঞ্চলের জন্য এমন জাত বেছে নিতে হবে, যার জীবনকাল কম। এমনি জাত হচ্ছে- বিনাসরিষা-৯ এবং বিনাসরিষা-১১। জাত দু'টো আমন এবং বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে বরিশাল অঞ্চলে আবাদ করা সম্ভব। এই জাত ব্যবহারে দক্ষিণাঞ্চলে অবশ্যই শস্যনিবিড়তা বাড়বে। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ বরিশাল সদর উপজেলার দক্ষিণ হিজলতলায় অনুষ্ঠিত বিনাসরিষা-৯ এবং বিনাসরিষা-১১'র মাঠ দিবসে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মাহবুবুল আলম তরফদার, উপপ্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোহাম্মদ আশিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিনার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. ছয়েমা খাতুন। কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ বিন রফিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বরিশাল সদরের কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার রাসেল মনির, বিনা উপকেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. মাহমুদ আল নূর, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. ফজলুর রহমান, কৃষক সরোয়ার হোসেন মল্লিক প্রমুখ। মাঠ দিবসে অর্ধশতাধিক কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক কারণে দক্ষিণাঞ্চলে অধিকাংশ আমন ধান দেরীতে লাগাতে হয়। তাই পরিপক্ব হতে মধ্য ডিসেম্বর ছাড়িয়ে যায়। ধান কাটার পর সরিষা বপন করলে ফলন ভালো হয় না। তবে আমন এবং সরিষার উভয় ফসলে স্বল্পকালীন জাত ব্যবহার করলে দুই ফসলেই অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব। বিনাসরিষা-৯ যেহেতু জমি কর্ষণ না করেও আবাদ করা যায়, সেজন্য আমন ধান পাকার ১০-১২ দিন আগে জমিতে বীজ ছিটিয়ে (রিলেক্রপ) দিতে হবে। বিনাসরিষা-৯ এর জীবনকাল (প্রায়) ৮০-৮৫ দিন। হেক্টরপ্রতি ফলন ২ টন। আর বিনাসরিষা-১১ এর জীবনকাল ৭৫-৮০ দিন। হেক্টরপ্রতি ফলন ২ টন (প্রায়)।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ অধিশাখার অতিরিক্ত সচিব মোঃ জাকির হোসেন শালিখা উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে উন্নত পদ্ধতিতে খেজুর গাছের পরিচর্যা, নিরাপদ রস সংগ্রহ ও গুড় উৎপাদন প্রযুক্তি শীর্ষক এক দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনিস্টিউটের মহাপরিচালক ড. কবীর উদ্দিন আহম্মেদ এতে সভাপতিত্বে করেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মাগুরা জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যজিট্রেট মোঃ অহিদুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সরেজমিন উইংয়ের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ জামাল উদ্দিন, ডিএই মাগুরার উপপরিচালক ড. মো. ইয়াছিন আলী ও বেসরকারি সংস্থা হেরিটেজ বাংলাদেশের কর্মকর্তা। প্রশিক্ষণে মাগুরা ও যশোর জেলার গুড় উৎপাদক, খেজুর চাষি ও গাছিবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

মো: আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

দিনাজপুরে স্কোয়াশ ও রঙিন ফুলকপির মাঠ

প্রথম পাতার পর

খাওয়ার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি হচ্ছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এসব বিষয়ে খুবই আগ্রহী। বৃহস্পতিবার, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ দিনাজপুরের নশিপুরস্থ সাতমাইল নামক স্থানে দিনাজপুর অঞ্চলে টেকসই কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় 'স্কোয়াশ' ও 'রঙ্গিন ফুলকপি'র মাঠ দিবসে এসব জানান।

উক্ত মাঠ দিবসে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. ছাইফুল আলম সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. আবু জুবাইর হোসেন বাবলু ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ অধিশাখার যুগ্মসচিব দীপংকর বিশ্বাস এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ জনাব মো. ওবায়দুর রহমান মণ্ডল। এ ছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, সাংবাদিকসহ প্রায় দুই শতাধিক কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ মোঃ শাহাদৎ হোসেন, কৃতসা, রংপুর

রাজশাহীতে কৃষক প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: ওবায়দুর রহমান মন্ডল পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী কর্তৃক আয়োজিত এবং গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন (গেইন) বাংলাদেশর সহযোগীতায় " কৃষক প্রশিক্ষণ " মঙ্গলবার, ০৪ মার্চ ২০২৫ রাজশাহী উপপরিচালকের সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহীর উপপরিচালক কৃষিবিদ মোছা: উম্মে ছালমার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: ওবায়দুর রহমান মন্ডল, পরিচালক, সরেজমিন উইং ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহীর অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো: আজিজুর রহমান এবং কৃষিবিদ ড. মো: আবু জাফর আল মুনছুর, ডিডি মনিটরিং, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্য ও মেধা বিকাশের জন্য নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের বিভিন্ন পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. এম মনির উদ্দিন, কনসালট্যান্ট, এসএ-সিপি-গেইন, বাংলাদেশ এবং প্রকল্পের কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশের কৃষকদের পুষ্টির মান উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রশিক্ষণে উপস্থিত কৃষকবৃন্দ প্রকল্প বিষয়ক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

মো: আমিনুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী

কক্সবাজারে স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টার

শেষ পাতার পর

কক্সবাজারের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. বিমল কুমার প্রামানিক বলেন, কক্সবাজারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর সমুহের সাথে সুসম্পর্ক রেখে রোহিঙ্গাদের অধিক লোক অবস্থান করারপরও কৃষির উন্নয়ন ভালো অবস্থায় আছে। তবে কক্সবাজার বান্দরবানের মধ্যবর্তী চকরিয়ায় একটি সার গোডাউন করলে কৃষকের উপকার হয়। পান চাষিদের স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়। মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয় এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কক্সবাজার জেলার দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তারা,সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি), আনসার, কারা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মো: লোকমান হাকিম, কৃতসা, কক্সবাজার

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৭তম বর্ষ ❑ এগারতম সংখ্যা
❑ ফাল্গুন-১৪৩১ বঙ্গাব্দ; ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

টেকসই কৃষি উন্নয়নে খামারি মোবাইল অ্যাপ স্মার্ট ফার্মিং প্রযুক্তি –মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক তৈরিকৃত খামারি অ্যাপসের শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ ছাইফুল আলম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব ড. নাজমুন নাহার করিম।

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক তৈরিকৃত খামারি অ্যাপ এর শুভ উদ্বোধন করেন

উল্লেখ্য, মাঠপর্যায়ে কৃষকসহ অন্যান্য উপকারভোগীর নিকট উন্নত কৃষি সেবা প্রদানে ফসল উৎপাদন পরামর্শক হিসাবে 'খামারি' মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। অ্যাপটি জিওস্পেশাল প্রযুক্তিনির্ভর একটি স্মার্ট কৃষি অ্যাপ, ফলে কৃষক নিজ জমিতে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষনিকভাবে সেই জমির জন্য উপযোগী ফসল, সার সুপারিশসহ অন্যান্য তথ্য সহজেই জানতে পারবে। খামারি অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে জমির উপযোগি ফসল আবাদ এবং সেই ফসলের জন্য সুপারিশকৃত সার প্রয়োগ করা হলে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষাসহ অধিক ফলন প্রাপ্তি ও আর্থিক লাভ অর্জিত হবে। খামারি অ্যাপটি বাংলায় প্রস্তুত করায় এটি সহজেই বোধগম্য এবং এর ব্যবহার পদ্ধতি কৃষকবান্ধব। এটি ট্যাব এবং মোবাইল ডিভাইসে ব্যবহার করা যাবে এবং Android ও IOS অপারেটিং সিস্টেমে চলবে। অ্যাপটি গুগল প্লে-স্টোর এবং ম্যাক অ্যাপ স্টোর হতে সহজেই ডাউনলোড করা যাবে। টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণে খামারি অ্যাপটি বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি চর্চা অনুসরণে কৃষকদের সক্ষম করে তুলবে।

প্রেসবিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কক্সবাজারে স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.), স্বরাষ্ট্র ও কৃষি মন্ত্রণালয়

কক্সবাজার জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে স্বরাষ্ট্র ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) মহোদয়ের সাথে কক্সবাজার জেলায় কর্মরত স্বরাষ্ট্র ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা ০১ মার্চ, ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা মহোদয় মন্ত্রণালয়ের কাজকে গতিশীল ও জনবান্ধব করার জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

মতবিনিময়কালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর *এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩*

ভোজ্য তেলের ঘাটতি মেটাতে তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হবে

– অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব মোঃ জাকির হোসেন, অতিরিক্ত সচিব সম্প্রসারণ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়

যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা প্রনয়ণ দিনব্যাপী কর্মশালা ০১ মার্চ ২০২৫, ডিএই মাগুরার প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ অধিশাখার অতিরিক্ত সচিব মোঃ জাকির হোসেন এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমদের দেশে প্রতি বছর প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার তেল আমদানি করতে হয়। আমাদের তেলের ঘাটতি মেটাতে সরিষা, সূর্যমূখী,রাইসব্যান্ড তেল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। পুষ্টি *এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১*

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অদা.) আর্টিস্ট ডিজাইনার, সুদীপ্ত শিকদার কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd